তারিখ : 15 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

কালের কণ্ঠ

শিক্ষাঙ্গনে সংস্কৃতিচর্চা নেই জঙ্গিবাদ-মাদকে ঝোঁক

আজিজুল পারভেজ ▷

- জাতীয় দিবসও পালিত হয় না, গাওয়া হয় না জাতীয় সংগীত
- 'সংস্কৃতিচর্চা সবার সঙ্গে মিশতে শেখায়, উদারতা শেখায়, সমাজে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার মতো কাজে উজ্জীবিত করে'

দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সংস্কৃতি ও খেলাধুলার চর্চা প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে। এ কারণে শিক্ষার্থীরা একদিকে যেমন মেধা বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, অন্যদিকে তারা মাদকাসক্তি, পর্নোগ্রাফি এমনকি জঙ্গিবাদী তৎপরতার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এ অবস্থায় দেশের বিশিষ্টজনরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংস্কৃতিকচর্চার সুযোগ সৃষ্টি এবং এ জন্য প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে বাজেট বরাদ্দের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

দেশের শিক্ষাঙ্গনে একসময় সংস্কৃতিচর্চা ও খেলাধুলাচর্চার সুযোগ ছিল অবারিত। শিক্ষার্থীরা ক্লাসে লেখাপড়ার পাশাপাশি নিয়মিত সংস্কৃতির নানা বিষয় ও খেলাধুলাচর্চার সুযোগ পেত। বিদ্যালয়ের পাঠাগারের বই পড়ার মাধ্যমেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাহিত্যচর্চার অভ্যাস গড়ে উঠত। নিয়মিত চর্চার একপর্যায়ে প্রায় প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই বার্ষিক নাটক, আবৃত্তি, সংগীত, বিতর্ক, অভিনয়, কিরাত প্রভৃতি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো। হতো ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। প্রকাশিত হতো বার্ষিক ম্যাগাজিন, দেয়াল পত্রিকা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের উদ্যোগেই ওই সব আয়োজন হতো। আর যেসব স্কুল-কলেজে নির্বাচিত ছাত্রসংসদ ছিল সেখানে একে কেন্দ্র করেই চলত ক্রীড়া ও সংস্কৃতিচর্চা। বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ ছাড়াও বিভিন্ন হল সংসদ আয়োজন করত ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় ও আবাসিক হলকেন্দ্রিক বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনও কাজ করত। ফলে শিক্ষার্থীরা লেখাপাড়ার পাশাপাশি অবসর সময়ে কেউ নাট্যচর্চা, কেউ সংগীতচর্চা, কেউ বা বিতর্কচর্চা, আবার কেউ কেউ সাহিত্যচর্চায় নিজেদের ব্যস্ত রাখার সুযোগ পেত। কিন্তু এখন দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সেই পরিবেশ আর নেই। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সুকুমারচর্চা 'ক্রীড়া-সাংস্কৃতিক সপ্তাহ' পালনের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে এসে ঠেকেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সারা বছর সহশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা না করে সাত দিনের নামমাত্র

▶▶ পৃষ্ঠা ১২ ক. ১

শিক্ষাঙ্গনে সংস্কৃতিচর্চা নেই জঙ্গিবাদ-মাদকে ঝোঁক

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

আয়োজন করে নিজেদের দায়িত্ব শেষ করছে। আর নির্বাচিত ছাত্রসংসদ তো এখন বিস্মৃতপ্রায়।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ও একটি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মজিরউদ্দিন আনসার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাংস্কৃতিক চর্চা স্তিমিত হয়ে পড়ার বিষয়টি স্বীকার করেন। তিনি বলেন, বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি অনুসারে পড়াশোনার চাপ এত বেশি যে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা রুটিন শেষ করতেই হিমশিম খাচ্ছে। সারা বছর ক্রীড়া কিংবা সাংস্কৃতিক চর্চার কোনো সুযোগই নেই। শহরের বাইরের প্রতিষ্ঠানগুলোতে বছরে একবার ক্রীড়া-সাংস্কৃতিক সপ্তাহ হয়। এর মধ্যেই যতটা সম্ভব প্রতিযোগিতা করে পুরস্কার দেওয়া হয়। তিনি বলেন, ১৪ থেকে ১৬টি বইয়ের পড়া শেষ করতে গিয়ে শিক্ষাসহায়ক কার্যক্রমে মনোযোগ দেওয়ার মতো সুযোগ থাকছে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম মনে করেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সুস্থ সংস্কৃতিচর্চার অভাব, খেলাধুলাচর্চার অভাব, যথাযথ শিক্ষার অভাব, আদর্শবাদী শিক্ষকের তদারকির অভাব, নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন পিতামাতার অভাব—এই এত সব অভাব ও শূন্যতার সুযোগে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উগ্রবাদ ঢুকে যাচ্ছে। তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সংস্কৃতিচর্চা সবার সঙ্গে মিশতে শেখায়, উদারতা শেখায়, সৃজনশীলতা তৈরি করে আনন্দে মাতিয়ে রাখে, সমাজে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার মতো কাজে উজ্জীবিত করে। কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এখন সেই সুযোগটি নেই। বই পড়ার সংস্কৃতি নিজের মধ্যে গভীরতা তৈরি করে, ভাবতে শেখায়। এখন পড়ার সংস্কৃতিও হারিয়ে গেছে। টেলিভিশনের চাকচিক্যের সংস্কৃতি আর স্মার্টফোনে ফেসবুকের মাদকতা এখন আমাদের তরুণ সমাজকে গ্রাস করছে। ভাবনার বদলে, প্রশ্ন করার বদলে তরুণরা এখন অনুকরণে আকৃষ্ট হচ্ছে। এই সুযোগে গণমুখী রাজনীতির অভাবটিও পূরণ করছে উগ্রবাদী রাজনীতি। এ অবস্থায় সমাজ ও রাষ্ট্রে অনৈতিক উপার্জনের বিরুদ্ধে নৈতিকতাচর্চা বৃদ্ধির পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাংস্কৃতিক চর্চা জোরদার করতে হবে। অস্ত্র দিয়ে উগ্রবাদী তৎপরতা মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না। মানবিকতা তৈরির মাধ্যমেই উগ্রবাদী তৎপরতাকে মোকাবিলা করতে হবে।'

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংস্কৃতিচর্চার অভাবে তরুণ প্রজন্ম ধর্মান্ধতা ও জঙ্গিবাদী তৎপরতার সঙ্গে জড়াচ্ছে বলে মনে করেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শিক্ষার পাশাপাশি সংস্কৃতিচর্চা শুধু গুরুত্বপূর্ণই নয়, প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার অপরিহার্য উপাদানও বটে। কিন্তু দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সংস্কৃতিচর্চার সুযোগ নেই বললেই চলে। বিদ্যালয়গুলোতে সংস্কৃতিচর্চার জন্য কোনো শিক্ষকও নেই। অথচ সুস্থ সংস্কৃতিচর্চা হলে জঙ্গিবাদ ও মৌলবাদের পথে তরুণরা যাবে না। এ জন্য প্রধানমন্ত্রী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সংস্কৃতিচর্চা বাড়ানোর ওপর জোর দিয়েছেন। এ জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে উদ্যোগ গ্রহণের চেষ্টা করছে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়। তিনি জানান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারিক বা সহকারী গ্রন্থাগারিকদের জেলা শিল্পকলা একাডেমির প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড জোরদার করার বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া শিশু-কিশোর ও যুবকদের সুকুমারবৃত্তি চর্চার জন্য 'দেশব্যাপী শিশু-কিশোর ও যুব সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও উৎসব' শিরোনামে পাঁচ বছর মেয়াদি একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যা বাস্তবায়ন করবে শিল্পকলা একাডেমি।

জানা গেছে, এখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা তো হচ্ছেই না এমনকি জাতীয় দিবসগুলোও পালিত হয় না। যদিও নুরুল ইসলাম নাহিদ শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর জাতীয় দিবস ও কবি-সাহিত্যিকদের জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকীতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ না রেখে অনুষ্ঠান আয়োজন করতে অফিস আদেশ জারি করেছিলেন। কিন্তু দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এই নির্দেশ অনুসরণ করছে না। শিক্ষামন্ত্রীর নিজের এলাকা সিলেটের বিয়ানীবাজারের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতেই ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস, ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়নি বলে স্থানীয় একটি অনলাইন সংবাদপত্র রিপোর্ট করেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে জাতীয় দিবস পালিত না হওয়ার কারণ সম্পর্কে জানা গেছে, দিবস পালনের ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা না থাকায় শিক্ষকরা ছুটি উপভোগ করতেই আগ্রহী হন। তা ছাড়া এ জন্য কোনো বাজেটও থাকে না।

লেখাপড়ার চাপ ছাড়াও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্রীড়াচর্চা না হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে মাঠ না থাকা। যেসব প্রতিষ্ঠানে মাঠ নেই সেগুলোতে জাতীয় সংগীতও ঠিকমতো গাওয়া হয় না। অনেক প্রতিষ্ঠানের মাইকে জাতীয় সংগীত বাজানো হয়, শিক্ষার্থীদের কণ্ঠও মেলাতে হয় না। রাজধানীর একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর অভিভাবক আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, "যে শিক্ষার্থী জাতীয় সংগীত গাইলো না সে 'মা তো বদনখানি মলিন হলে আমি নয়ন জলে ভাসি' কথাটির আবেগ বুঝবে কিভাবে? তার মধ্যে দেশপ্রেম জন্ম নেবে কিভাবে?"

শিক্ষামন্ত্রীর উদ্যোগে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ২০১২ সাল থেকে শুরু হয়েছে সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ কার্যক্রম। এর আওতায় ভাষা ও সাহিত্য, দৈনন্দিন বিজ্ঞান/বিজ্ঞান, গণিত ও কম্পিউটার, বাংলাদেশ স্টাডিজ বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। দেশের প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্বাচিত মেধাবীদের নিয়ে উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায় শেষে জাতীয় পর্যায়ে এই প্রতিযোগিতা হচ্ছে। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু মাঠ পর্যায় থেকে এই কার্যক্রমের সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে মেধাবীদের খুঁজে বের করার জন্য অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা হচ্ছে না। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কোনো প্রতিযোগিতা ছাড়াই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শিতা রয়েছে এমন শিক্ষার্থীদের উপজেলা পর্যায়ে পাঠিয়ে দেয় বলে অনুসন্ধানে জানা গেছে। ক্রীড়াসহ অন্যান্য প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা চলছে।

এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে শিক্ষা সচিবের চলতি দায়িত্বে থাকা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এ এস মাহমুদ বলেন, 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সাংস্কৃতিক চর্চা, এমনকি মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতাও স্কুল পর্যায়ে না হওয়ার বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। সাংস্কৃতিক চর্চা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিযোগিতাগুলো যাতে স্কুল পর্যায়ে হয়, শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে যাতে বিভিন্ন রকম প্রতিযোগিতার আয়োজন হয় সে বিষয়টি নিয়ে আমরা ভাবছি।'

সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়া চর্চা কিংবা জাতীয় দিবসগুলো পালনের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক সরকারের কোনো আর্থিক বরাদ্দ নেই। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে এসব চর্চা স্তিমিত হয়ে পড়ার এটিও অন্যতম একটি কারণ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। এ প্রসঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমিক শাখার পরিচালক অধ্যাপক এলিয়াস হোসেন বলেন, স্ব-অর্থায়নে এসব আয়োজনের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি নির্দেশনা দেওয়া আছে। এ জন্য সেশন ফির সঙ্গে বার্ষিকী, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহের জন্য তারা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ফি আদায় করতে পারে। জাতীয় দিবস পালন না হওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আগামী শিক্ষাবর্ষের ক্যালেন্ডারে জাতীয় দিবসগুলোতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছুটি না দিয়ে শুধু ক্লাস বাতিলের নির্দেশনা দেওয়া হতে পারে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ না রেখে যাতে ওই দিবসগুলো পালন করা হয় তার জন্যই শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় এই চিন্তাভাবনা করছেন।'

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের শর্তানুসারে পাঠাগার থাকা বাধ্যতামূলক। সেই হিসেবে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই রয়েছে পাঠাগার। কিন্তু তাতে নেই গ্রন্থাগারিক। আবার গ্রন্থাগারিক থাকলেও তিনি শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেওয়ার কাজটি বাদ দিয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কিংবা প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত থাকছেন। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে সমৃদ্ধ পাঠাগার, গ্রন্থাগারিক থাকলেও শিক্ষার্থীরা তার সুযোগ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কারণ বই পড়ার জন্য আলাদা কোনো সময়, সুযোগ কিংবা পরিবেশ নেই। এ অবস্থায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্লাস রুটিনে 'লাইব্রেরি ঘণ্টা' অন্তর্ভুক্ত করার এবং সপ্তাহে অন্তত একটি ক্লাস 'লাইব্রেরি ঘণ্টা' হিসেবে নির্ধারণের প্রস্তাব দিয়েছেন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। কিন্তু এ ব্যাপারে এখনো মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন মেলেনি।

বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) সূত্রে জানা গেছে, দেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের ২০ হাজার ২৯৭টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১১ হাজার ৪৫৪টি প্রতিষ্ঠানে সহকারী গ্রন্থাগারিক রয়েছেন। আর ৯ হাজার ৩১৯টি মাদ্রাসার মধ্যে মাত্র ৪১৯টিতে রয়েছেন সহকারী গ্রন্থাগারিক।

দেশের সব কটি মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে নির্বাচনের মাধ্যমে এ বছর স্টুডেন্টস কাউন্সিল গঠিত হয়েছে। এই স্টুডেন্টস কাউন্সিলকে সক্রিয় করার মাধ্যমে ওই প্রতিষ্ঠানগুলোতে সাংস্কৃতিক তৎপরতা বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে বলে শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা মনে করেন। কিন্তু স্টুডেন্টস কাউন্সিল পরিচালনার জন্যও কোনো আর্থিক বরাদ্দ নেই। এগুলোর কার্যক্রমও মনিটর করা হচ্ছে না। স্টুডেন্টস কাউন্সিলের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ব্যানবেইসের পরিচালক মো. ফসিউল্লাহ জানান, স্টুডেন্টস কাউন্সিলগুলো কী করছে, তা দেখার জন্য ছকভিত্তিক তথ্য চাওয়া হচ্ছে। তারপর তা মূল্যায়ন করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দেশের স্কুল-কলেজগুলোতে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক চর্চা যেটুকু বা হচ্ছে, তা হচ্ছে না মাদ্রাসা কিংবা ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক চর্চা তো দূরের কথা, জাতীয় সংগীত পর্যন্ত গাওয়া হয় না সেখানে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান স্বীকার করেন, দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ক্রীড়া কিংবা সাংস্কৃতিক চর্চা তো হচ্ছেই না এমনকি জাতীয় দিবসগুলোও উদ্‌যাপিত হয় না। এর ফলে শিক্ষার্থীরা শিকড় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। তারা ধর্মান্ধতাসহ নানা অপতৎপরতায় জড়াচ্ছে। তিনি বলেন, 'জাতীয় দিবসগুলো যদি পালিত না হয়, তাহলে তাদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগবে কিভাবে? সাংস্কৃতিক চর্চা না হলে তাদের মধ্যে সংবেদনশীলতা, মানবিক বোধ তৈরি হবে কিভাবে?' তিনি আরো বলেন, 'বুয়েট আমাদের সেরা প্রতিষ্ঠান, এখানে মৌলবাদী তৎপরতা নিয়ে কথা হয়। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, বুয়েটে জাতীয় দিবসগুলোতে কোনো সর্বজনীন অনুষ্ঠান হয় না।'

চিত্রশিল্পী হাশেম খান বলেন, তরুণ বয়সটি এমনই যে সবাই কোনো না কোনো কাজের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে রাখতে চায়, নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। শিক্ষার্থীদের ভালো কাজের পরিবেশ দিলে তারা নিজেদের ভালো কাজে জড়াবে। কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সে পরিবেশ নেই। তাই শিক্ষার্থীরা নানা অপতৎপরতার দিকে ঝুঁকছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য শিক্ষার পাশাপাশি সংস্কৃতি খাতে সরকারের বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।

রাজধানীর একটি নামকরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা বলেন, 'এক সময় আমরা উদ্বিগ্ন ছিলাম শিক্ষার্থীরা মাদকের দিকে ঝুঁকে পড়ছে বলে। এখন নতুন উপদ্রব হিসেবে দেখা দিয়েছে স্মার্টফোন। শিক্ষার্থীদের হাতে হাতে স্মার্টফোন চলে আসায় তাদের মধ্যে এক ধরনের আসক্তি তৈরি হয়েছে। শিক্ষার্থীদের স্মার্টফোন পরীক্ষা করে দেখা গেছে, পর্নোগ্রাফি ছাড়া একটিও নেই।'

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক হাসান আরিফ বলেন, 'শিক্ষার্থীরা শিল্প-সংস্কৃতির ছোঁয়া না পাওয়ায় জীবন ও জগতের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারছে না। বই পড়ার আনন্দের মধ্যে নিজেকে জড়াতে না পারায় তারা নিজের মধ্যে আপন ভুবন তৈরি করতে পারছে না। তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশও পরিপূর্ণভাবে হচ্ছে না। এ কারণে সামান্য হতাশা কিংবা প্রলোভনের কাছে তারা হার মানছে। আর এরই সুযোগ নিচ্ছে ধর্মান্ধ অপশক্তি। তারা তরুণ প্রজন্মকে জঙ্গিবাদে জড়াচ্ছে। জঙ্গিবাদী তৎপরতার মোকাবিলায় প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সারা দেশে সাংস্কৃতিক চর্চার সুযোগ তৈরি করা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।'

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাংস্কৃতিক চর্চা প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক চর্চার জন্য আমরা নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছি। বছরে দুইবার গ্রীষ্ম ও শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয় জাতীয়ভিত্তিক। এ বছর থেকে শিক্ষা সপ্তাহ পালন আবার শুরু করেছি, যেখানে নাচ-গানের জাতীয়ভিত্তিক প্রতিযোগিতার আয়োজন হচ্ছে। সংগীত ও চিত্রাঙ্কনকে আমরা পাঠ্যভুক্ত করেছি, যদিও পর্যাপ্ত শিক্ষক এখনো দিতে পারিনি।' তিনি আরো বলেন, 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাংস্কৃতিক চর্চার সুযোগ আরো তৈরি করার জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্কৃতিসেবীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যায় কি না, সে বিষয়েও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কথা বলছি।'

সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুসারে, দেশে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তিন কোটি ৬৮ লাখ দুই হাজার ১৮৭ জন শিক্ষার্থী রয়েছে।

সম্প্রতি গুলশান ও শোলাকিয়ায় হামলাকারী জঙ্গিদের মধ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইংরেজি মাধ্যমের কয়েকজন ছাত্র থাকায় শিক্ষার্থীদের জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়ার বিষয়টি আলোচনায় এসেছে।